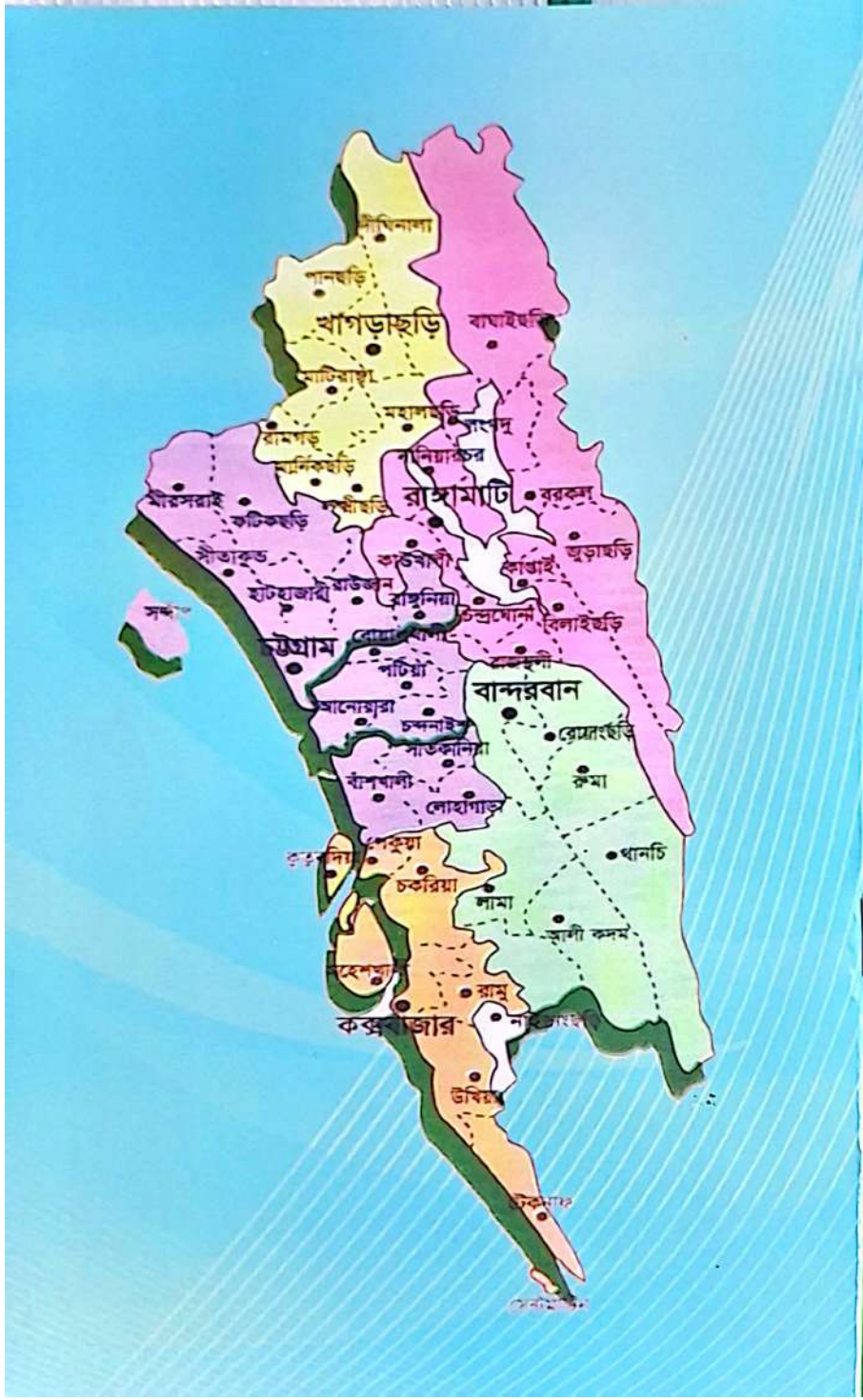

গঠনতন্ত্র

(০৩-১২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের সংশোধিত কপি)

বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি-ঢাকা

ঢাকা

বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি-ঢাকা

CamScanner

বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি- ঢাকা

মুখবন্ধ

বৃহত্তর চট্টগ্রাম বলতে বর্তমান চট্টগ্রাম জেলা, কক্সবাজার জেলা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা এলাকাকে বুঝনো হয়েছে।

বীর চট্টলা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির ঐতিহ্যবাহী জনপদ। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর অবদান অপরিসীম। বিচার ব্যবস্থা সমাজের উপরি কাঠামো হিসাবে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইনজীবীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন এবং বিচারালয়ে বৃহত্তর চট্টগ্রামের আইনজীবীরা সব সময়ে মর্যাদাপূর্ণ আত্মবিশাসী ভূমিকা পালন করেছেন ও করছেন। তাই চট্টগ্রামের আইনজীবীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধন, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণ সাধন দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার স্বার্থেই প্রয়োজন। উপরোক্ত মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢাকায় অবস্থানরত বৃহত্তর চট্টগ্রামের আইনজীবীদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। তাই সময়ের দাবী মেটাতে গত ১৮/০৪/২০০০ খ্রিঃ মঙ্গলবার ঢাকাস্থ বৃহত্তর চট্টগ্রামের আইনজীবীদের এক সভায় একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্তের আলোকে একটি গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। কিন্তু উক্ত গঠনতন্ত্রে কতেক অংশে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চট্টগ্রামবাসী নয় অর্থাৎ অন্যান্য জেলার অধিবাসী কিন্তু বিভিন্নভাবে চট্টগ্রামে বসবাসকারী বা শিক্ষাগ্রহণকারী বা প্রাথমিক ভাবে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য ছিলেন বা চট্টগ্রামে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে ঢাকায় আইন পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন বা আছেন এমন আইনজীবীদের বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি ঢাকার সদস্য হওয়ার বিধান রাখা হয়েছিল যা বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি-ঢাকার মৌলিক আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত হয়। তাই বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতির গত ২৫/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ-কমিটিকে গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হলে গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ-কমিটি গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তুত পূর্বক খসড়া প্রস্তাবনা দাখিল করেন যা ১২/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে সমিতির ২০২৩-২৪ কার্যকরী কমিটি পুনরায় গঠনতন্ত্রের কতেক স্থানে পরিমার্জন ও স্পষ্টিকরণের প্রয়োজন অনুভব করলে কার্যকরী কমিটির ২৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের সভায় একটি খসড়া প্রস্তাবনাসহ সমিতির সম্মানিত জীবন সদস্য, সাবেক সভাপতি বিচারপতি মোঃ আব্দুস সালাম মামুনকে আহ্বায়ক ও সিনিয়র অ্যাড. এম. এ. আজিম খায়ের মান্না, অ্যাড হাজী সাইফুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, সমিতির সভাপতি সিনিয়র অ্যাড. মুরাদ রেজাকে সদস্য, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রেজাউল করিমকে সদস্য সচিব করে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটি কার্যকরী কমিটির খসড়া প্রস্তাবনার আলোকে এবং তাঁদের পর্যালোচনায় গঠনতন্ত্রের যে সকল স্থানে সংশোধন, পরিমার্জন এবং সংজোযন প্রয়োজন তা প্রস্তাবনা আকারে পেশ করেন যা ০৩/ ১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

CamScanner

বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি - ঢাকা

গঠনতন্ত্রের ক্রমবিবর্তন

সমিতির প্রতিষ্ঠা	২০০০ খ্রিঃ
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন	১৮/০৪/২০০০ খ্রিঃ
গঠনতন্ত্রের প্রথম সংশোধন	১২/০১/২০১৫ খ্রিঃ
গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় সংশোধন	০৩/১২/২০২৩ খ্রিঃ

প্রকাশনায় ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩
প্রকাশ কালঃ ০১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে

বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি - ঢাকা

গঠনতন্ত্র

ধারা-১: সমিতির নাম ও সংজ্ঞাঃ

(ক) এই সমিতি **"বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি-ঢাকা"** নামে অভিহিত হবে।

(খ) বৃহত্তর চট্টগ্রাম বলতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা সমূহকে বুঝাবে।

ধারা-২: প্রধান কার্যালয়: সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

ধারা-৩: সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) এই সমিতি একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কল্যাণ মুখী সংগঠন হবে;

(খ) অত্র সমিতির সদস্যদের মৃত্যু, শারীরিক অক্ষমতা ও বিপদাপদে, অর্থনৈতিক এবং অপরাপর সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান;

(গ) সদস্যদের মধ্যে অধিকতর আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস চালানো;

(ঘ) সদস্যদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতি স্থাপন এবং ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা গড়ে তোলা;

(ঙ) সদস্যদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে প্রয়াস চালানো;

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীকে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান;

(ছ) আইন পেশায় রত বৃহত্তর চট্টগ্রামের আইনজীবীদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান;

(জ) বৃহত্তর চট্টগ্রামের নিঃস্ব-অসহায় বিচার প্রার্থীদেরকে আইনগত সহায়তা (লিগ্যাল এইড) প্রদান;

(ঝ) সামগ্রিকভাবে আইন পেশার উন্নয়নে সমিতির উদ্যোগে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঞ) সমিতির নামে সম্পত্তি অর্জন, জমি, ভবন ইত্যাদি ক্রয়, নির্মান, রক্ষনাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ যাবতীয় কাজ করা;

(ট) পেশাগত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করা এবং পেশাগত জার্নাল, পুস্তিকা, স্মরণিকা প্রকাশ করা;

(ঠ) সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ন্যায়সঙ্গত সদস্য চাঁদা, দান, অনুদান, বিশেষ অনুদান, সরকারী অনুদান ইত্যাদি গ্রহনের মাধ্যমে তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা;

(ড) সদস্যদের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ প্রদানের জন্য কর্জে হাসানা তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা;

(ঢ) সদস্যদের জন্য বেনাভোলেন্ট ফান্ড গঠন ও পরিচালনা করা;

CamScanner

(গ) সদস্যদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজন এবং জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন করা;

ধারা-৪: সদস্যপদ:

(ক) ঢাকায় অবস্থানরত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা সমূহের অধিবাসী এবং ঢাকায় নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন এমন ব্যক্তি এই সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

(খ) সমিতির সদস্যপদ হবে এক প্রকার, যথাঃ জীবন সদস্য।

(গ) সদস্য ফরম (পরিশিষ্ট-ক) পূরনের মাধ্যমে সমিতির নির্ধারিত ফি ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা এককালীন বা এক বছরের মধ্যে ৩ (তিন) টি কিস্তিতে প্রদান করে সমিতির জীবন সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। সমিতির ওয়েবসাইটে অনলাইনে তথ্য প্রদানের মাধ্যমেও সদস্য আবেদন করা যাবে।

(ঘ) প্রত্যেক জীবন সদস্যের একটি সদস্য নম্বর থাকবে এবং সে নম্বর উক্ত সদস্যের পরিচিতি নম্বর হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কোন জীবন সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত/বাতিল হলে কিংবা কোন জীবন সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে উক্ত সদস্য নম্বর পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

ধারা-৫: বেনিভোলেন্ট ফান্ড:

"বেনিভোলেন্ট ফান্ড" নামে সমিতির একটি ফান্ড থাকবে। প্রত্যেক সদস্য প্রতিমাসে ১০০/-(একশত) টাকা অথবা এককালীন বার্ষিক ১২০০/-(একহাজার দুইশত) টাকা চাঁদা হিসাবে এই ফান্ডে পরিশোধ করবেন। এই ফান্ডের আদায়কৃত চাঁদার টাকা সমিতির বেনিভোলেন্ট ফান্ড নামে অবশ্যই পৃথক ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকবে এবং ফান্ডের কোন টাকা সমিতির কোন কাজে ব্যয় করা যাবে না। কেবলমাত্র সমিতির কোন সদস্যের মৃত্যু জনিত বা শারীরিক অসুস্থতা/ অক্ষমতা বা সদস্যপদ বাতিলের কারণে এই ফান্ডে তাঁর পরিশোধিত সর্বমোট চাঁদার টাকা এবং এর উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশ তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে পরিশোধ করা হবে। উল্লেখ্য যে, "বেনিভোলেন্ট ফান্ডে" চাঁদার টাকা সমিতির অন্যান্য চাঁদার অতিরিক্ত চাঁদা হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা-৬: সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল:

নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে সদস্য পদ বাতিল হবেঃ

(ক) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় সদস্যপদ প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করলে এবং তা গৃহীত হলে;

(খ) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে;

(গ) কোন সদস্যের কার্যকলাপ সমিতির গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কিংবা সমিতির সুনাম ও স্বার্থবিরোধী প্রতীয়মান হলে কার্যকরী পরিষদ তাঁকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান পূর্বক দোষী বিবেচনা করলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত/বাতিল করতে পারবে। তবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বাতিল করা যাবে।

ধারা-৭: উপদেষ্টা পরিষদ:

সমিতির অন্যূন ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। সমিতির কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় বৃহত্তর চট্টগ্রামের যে কোন ব্যক্তিকে, যিনি আইন পেশায় নিয়োজিত অথবা উক্ত পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনয়ন করতে পারবেন। সমিতির কার্যকরী পরিষদের বিদায়ী সভাপতি পদাধিকার বলে পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন।

ধারা-৮: উপদেষ্টা পরিষদের কার্যক্রম ও ক্ষমতা:

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক তিনি নির্বাচিত হবেন। তাঁদের কার্যকাল কার্যকরী পরিষদের অনুরুপ হবে এবং তাঁরা কার্যকরী পরিষদের আহবানে যে কোন জরুরী প্রয়োজনে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনতন্ত্র মোতাবেক সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

ধারা-৯: সমিতির কার্যকরী পরিষদ:

(ক) সমিতির কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব সমিতির কার্যকরী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কর্মকর্তা সহ ২১ (একুশ) জন হবে। সমিতির জীবন সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে দু'বছরের জন্য তাঁরা নির্বাচিত হবেন।

(খ) কার্যকরী পরিষদ নিম্নরূপে গঠিত হবে:

সভাপতি	১ জন
সহ-সভাপতি	২ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
সহ-সাধারণ সম্পাদক	২ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
দপ্তর সম্পাদক	১ জন
প্রচার সম্পাদক	১ জন
প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
সাংস্কৃতিক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১ জন
ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক	১ জন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
কার্যকরী সদস্য:	৫ জন

মোট:	২১জন

CamScanner

(গ) ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিট কমিটি সাধারণ সভায় মনোনীত হবেন তাঁরা সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কার্যকরী কমিটির নিকট অডিট বিবরণী পেশ করবেন। কোষাধ্যক্ষ বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট আলোচনা ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করবেন।

ধারা-১০:কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

(ক) সভাপতি: সভাপতি সমিতির গঠনতান্ত্রিক প্রধান। সভাপতি সমিতির সাধারণ ও কার্যকরী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষরদান করবেন। সমিতির কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহন করবেন। সমিতির সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, কার্যকরী পরিষদের সভা ও জরুরী সভা আহবানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানাবেন এবং কোন কারণে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করতে অপারগ হলে সভাপতি নিজেই উক্ত সভা আহবান করতে পারবেন। সভায় উপস্থাপিত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে সমান সংখ্যক ভোট হলে তিনি অতিরিক্ত ভোট প্রদান করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। গঠনতন্ত্রের কোন ধারার ব্যাখার প্রশ্নে সভাপতির মতামত ও ব্যাখা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সভাপতি পদাধিকারবলে যে কোন বা সকল উপ-কমিটির সদস্য থাকতে পারবেন।

(খ) সহ-সভাপতি: সভাপতির অনুপস্থিতিতে পেশায় জ্যেষ্টতা অনুযায়ী সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং সময়ে সময়ে প্রদত্ত সমিতির অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদক সমিতির নির্বাহী প্রধান। সাধারণ সম্পাদক সমিতির কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, কার্যকরী পরিষদের সভা, জরুরী সভা আহবান করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি সমিতির বিগত বছরের কার্যাবলির উপর রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি পদাধিকারবলে যে কোন বা সকল উপ-কমিটির সদস্য থাকতে পারবেন।

(ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতে পেশায় জ্যেষ্ঠতাক্রমে সহ-সাধারণ সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ: কোষাধ্যক্ষ সমিতির তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন। সমিতির কার্যকরী পরিষদের অনুমোদিত ব্যাংক একাউন্টে সমিতির অর্থ জমা রাখবেন। তিনি সমিতির আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করবেন। কার্যকরী পরিষদের অনুমোদিত সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

(চ) সাংগঠনিক সম্পাদক: সাংগঠনিক সম্পাদক সমিতির উপযুক্ত সংগঠন ও সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন এবং কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনাবলী দ্রুত বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ছ) দপ্তর সম্পাদক: দপ্তর সম্পাদক সমিতির যাবতীয় দাপ্তরিক কাগজপত্র, কার্যাবলীর বিবরণ এবং যাবতীয় মালামালের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমিতির পক্ষে দাপ্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(জ) প্রচার সম্পাদক: প্রচার সম্পাদক সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সদস্য ও বিভিন্ন মহলে প্রচারের দায়িত্ব পালন করবেন। সমিতির বিভিন্ন কার্যাবলীর বিবরণ বহুল প্রচারে সচেষ্ট থাকবেন।

(ঝ) প্রকাশনা সম্পাদক: প্রকাশনা সম্পাদক প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঞ) সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক: সাংস্কৃতিক সম্পাদক সমিতির সদস্যদের চিত্ত বিনোদন এবং তাদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনকল্পে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

(ট) ক্রীড়া সম্পাদক: ক্রীড়া সম্পাদক সমিতির সদস্যদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া কার্যক্রমের ব্যবস্থা করবেন।

(ঠ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক: মহিলা সদস্যদের সার্বিক উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহন করবেন।

(ড) মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক: বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কসপ, ট্রেইনিং কর্মশালা, ইত্যাদি বিষয়ে সমিতির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহন করবেন।

(ঢ) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: সমমানের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করবেন।

(ণ) কার্যকরী সদস্য: কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ সম্মিলিত ভাবে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকবেন এবং কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সচেষ্ট থাকবেন।

CamScanner

ধারা-১১: কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যপদ শূণ্য ঘোষণা:

কার্যকরী পরিষদের কোন কর্মকর্তা অথবা সদস্য পদত্যাগ করলে অথবা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ব্যতীত বা কার্যকরী পরিষদের বিনা অনুমতিতে পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে কার্যকরী পরিষদে তাঁর পদ বাতিল বলে ঘোষনা করা যাবে। কার্যকরী পরিষদ উক্ত পদে নতুন কর্মকর্তা অথবা সদস্য মনোনীত করতে পারবে।

ধারা-১২: সমিতির তহবিল ও আয়:

নিম্নলিখিত যে কোন উৎস থেকে সমিতির তহবিল গঠিত হবে ঃ

(ক) জীবন সদস্য হতে আদায়কৃত ফি;
(খ) এককালীন দান/অনুদান;
(গ) কল্যাণমূলক কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত অনুদান
(ঘ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান

ধারা-১৩: সমিতির তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:

সমিতির নামে এক বা একাধিক ব্যাংক একাউন্ট থাকবে। সমিতির সমুদয় আয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে সমিতির নামে জমা থাকবে। সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যে কোন ২(দুই) জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকের লেনদেন পরিচালিত হবে।

ধারা-১৪: বার্ষিক সাধারণ সভা:

প্রতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে অন্তত একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলীর উপর প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানের পূর্বে কমপক্ষে ১৫(পনের) দিনের নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তি/ সংবাদপত্র বিজ্ঞপ্তি/ইমেইল/এসএমএস প্রদান করতে হবে। সমিতির মোট সদস্যের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে।

সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোরাম না হলে সভা মুলতবী ঘোষনা করা হবে। মুলতবী সভা একই দিনে একই স্থানে এক ঘন্টা পর অনুষ্ঠান করা যাবে। মুলতবী সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

ধারা-১৫: বিশেষ সাধারণ সভা:

বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতিত জীবন সদস্যদের অন্য সকল সভা বিশেষ সাধারণ সভা হিসাবে বিবেচিত হবে। সভাপতি অথবা ভারপ্রাপ্ত সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন। এই সভার জন্য কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে। সমিতির মোট সদস্যের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে।

বিশেষ সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোরাম না হলে সভা মুলতবী ঘোষনা করা হবে। মুলতবী সভা একই দিনে একই স্থানে এক ঘন্টা পর অনুষ্ঠান করা যাবে। মুলতবী সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

ধারা-১৬: অনুরোধক্রমে সভা/তলবী সভা:

অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধক্রমে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথা নিয়মে সমিতির সাধারণ সভা আহবান করতে বাধ্য থাকবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে সভা আহবান করা না হলে বর্ণিত স্বাক্ষরকারীরাই ৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান উল্লেখ করে সভা আহবান করতে পারবেন। উক্ত সভায় সমিতির মোট সদস্যের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতি না থাকলে উক্ত সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।

ধারা-১৭: কার্যকরী পরিষদের সভা:

কার্যকরী পরিষদের সভা কমপক্ষে প্রতি ২ (দুই) মাস অন্তর একবার অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে কার্যকরী পরিষদের সভা আহবান করতে পারবেন। কার্যকরী পরিষদের মোট সদস্যের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ধারা- ১৮: আর্থিক ও দাপ্তরিক বছর:

সমিতির আর্থিক বছর গননা করা হবে ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর এবং সে অনুযায়ী সমিতির আর্থিক হিসাব বিবরণী পস্তুত করা হবে। সমিতির দাপ্তরিক বছর গননা করা হবে ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ।

ধারা-১৯: নির্বাচন:

ক) প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর সমিতির জীবন সদস্যদের প্রত্যেক্ষ গোপন ভোটে কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান কার্যকরী পরিষদের সভায় স্থির করা হবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ জীবন সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন কমিশনকে কমিশনের নিয়োগের তারিখে সমিতির জীবন সদস্যদের একটি হালনাগাদ তালিকা সরবরাহ করবেন যা খসড়া ভোটার তালিকা হিসাবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচারিত হবে এবং ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকায় সদস্যদের কোন আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন নিস্পত্তি পূর্বক চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। নির্বাচন কমিশন চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের ১ (এক) দিন পর কমপক্ষে ৭(সাত) দিন সময় দিয়ে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র আহবান করবেন এবং মনোনয়নপত্র আহবান থেকে ভোট গ্রহনের নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি কার্য সম্পাদনের জন্য সুবিধামত সময় নির্ধারন করে একটি তফশিল ঘোষনা করবেন। নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহন শেষে একই দিনে ভোট গননা পূর্বক চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষনা করবেন। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে কোন পদে প্রার্থী হতে পারবেন না তবে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

CamScanner

খ) সমিতির কার্যকরী পরিষদের যে কোন পদে নির্বাচিত একই সদস্য পরপর ২ (দুই) বারের অধিক উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

গ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন তফশিল অনুযায়ী ঘোষিত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ধার্য্যকৃত হারে মনোনয়ন ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে উপধারা (ঘ) বর্ণিত শর্তে যে কোন জীবন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। একজন প্রার্থী কেবল একটি পদের জন্য মনোনয়ন দাখিল করতে পারবেন। কোন পদের বিপরীতে একটি মাত্র মনোনয়নপত্র জমা পড়লে উক্ত পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবে এবং কোন পদের বিপরীতে কোন মনোনয়নপত্র জমা না পড়লে উক্ত পদে নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় সংখ্যাগরিষ্টের সিদ্ধান্তে জীবন সদস্যদের মধ্য থেকে উপধারা (ঘ) অনুযায়ী কো-অপ্ট করা যাবে।

ঘ) নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতাঃ

(১) **সভাপতিঃ** আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট এর মেয়াদ কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছর পূর্ণ হতে হবে;

(২) **সহসভাপতিঃ** আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট এর মেয়াদ কমপক্ষে ১৫ (পনর) বছর পূর্ণ হতে হবে;

(৩) **সাধারণ সম্পাদকঃ** আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট এর মেয়াদ কমপক্ষে ১২ (বার) বছর পূর্ণ হতে হবে;

(৪) **সহ-সম্পাদকঃ** আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট এর মেয়াদ কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর পূর্ণ হতে হবে;

(৫) **কোষাধ্যক্ষঃ** আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট এর মেয়াদ কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর পূর্ণ হতে হবে;

(৬) **সম্পাদকীয় পদঃ** আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট এর মেয়াদ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হতে হবে;

(৭) **নির্বাহী সদস্যঃ** আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্ট এর মেয়াদ কমপক্ষে ৪ (চার) বছর পূর্ণ হতে হবে;

উল্লেখ্য, সকল পদের জন্যই সমিতির জীবন সদস্য হওয়া আবশ্যক।

ধারা-২০: নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা:

নির্বাচন কমিশন সমিতির গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্দিষ্ট তারিখে কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য নির্বাচনী তফশিল ঘোষনা করবেন। মনোনয়নপত্র প্রস্তুত, তফশিল অনুযায়ী ভোট গ্রহন, ভোট গননা এবং নির্বাচনের ফলফল ঘোষনা করবেন। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে আচরণবিধি বা উপবিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

ধারা-২১: শপথ পাঠ:

প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনার-সমিতির নব-নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদকে প্রথম সভায় শপথ পাঠ করাবেন।

ধারা-২২: শপথ ও ঘোষণা:

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সদস্য কর্তৃক নব-নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের জন্য নিম্নলিখিত ছকে শপথ বা ঘোষণা পাঠ পরিচালিত হবে।

"আমি.....শপথ গ্রহন করছি যে, আমি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী কল্যাণ সমিতি ঢাকার প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করব। আমি সমিতির প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব এবং সমিতির গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যকলাপে অংশ গ্রহন করবো না"

ধারা-২৩: সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন:

বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের কমপক্ষে ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের ভোটে গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবেন।

CamScanner